নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি :—

ভারতীয় সংবিধানে নারীকে সমতা প্রদান করার সাথে সাথে নারীর পক্ষে যথাযথ আইন প্রনয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, নারীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনও নানা সমস্যায় জর্জরিত, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য মাঝে মাঝেই নানা কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার। সুতরাং নারী সমাজ যথার্থ শিক্ষিত হলে ক্ষমতায়ন স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে,

নারীশিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন সুপারিশ করা হয়েছে। সেই সকল কমিটি ও কমিশনগুলি হল—

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮)
- মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)
- জাতীয় নারীশিক্ষা বিষয়ক কমিটি বা দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি (১৯৫৮-৫৯)
- জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ (১৯৫৯)
- হংস মেহেতা কমিটি (১৯৬১)
- ভক্ত বৎসলম কমিটি (১৯৬৩)
- ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬)
- জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬)
- জাতীয় মহিলা কমিশন (১৯৯২)
- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন (১৯৯৩)
- জাতীয় নারী শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৮৮-২০০০)
- নারী শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ (CABE)-এর রিপোর্ট (২০০৫)

Scanned by CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮)

স্বাধীন ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত কাঠামোর বাইরে নতুন কিছু করার মনোভাব নিয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের এক অধিবেশনে এই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে এই কমিশন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়,

এই কমিশনের নারীশিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলি হল —

(১) নারী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে এবং কলেজে ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে,

(২) ছেলে ও মেয়েদের পাঠ্যক্রম কিছুটা একরকম হলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে,

(৩) কো-এডুকেশন কলেজগুলিতে ছাত্রীরা যাতে সৌজন্য বোধ ও সামাজিক দায়িত্ব বোধের উপযুক্ত শিক্ষা পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৪) মেয়েদের সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

(৫) Home Economics ও Home Management প্রভৃতি বিষয় তারা যাতে পড়ে, সে বিষয়ে তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়।

(৬) মেয়েদের জন্য শিক্ষা মূলক নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকবে, যাতে তারা নিজেদের চাহিদা ও প্রবনতা অনুযায়ী বিষয় বাছাই করতে পারে,

(৭) শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের বেতন ও সুযোগ সুবিধার সমতা আনতে হবে।

(৮) শিক্ষা কর্মসূচীতে যাতে মেয়েরা যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে,

(৯) সমাজে নারীদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

Scanned by CamScanner

GE-4

মুদালিয়র কমিশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন :-

ব্রিটিশ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে আলাদা কোনো কমিশন গঠিত হয়নি, সেজন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে, এই কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষার সকল ক্ষেত্রের সাথে নারী শিক্ষা বিষয়েও সুপারিশ করেন,

কমিশনের সুপারিশ গুলি হল—

(১) ছাত্রছাত্রীদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন,

(২) বালিকা বিদ্যালয়ে এবং যেখানে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে,

(৩) সহশিক্ষা বা মিশ্র বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ও শিক্ষিকাদের অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হয়,

(৪) প্রয়োজনানুসারে রাজ্য সরকারকে বালিকাদের জন্য পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে,

(৫) ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যসূচীতে সঙ্গীত, কলা ইত্যাদি বিষয় অনুমোদন করার সুপারিশ করা হয়,

Scanned by CamScanner

GE-4

জাতীয় নারী শিক্ষা বিষয়ক কমিটি বা দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি :—

ভারতের যোজনা কমিশনের শিক্ষা বিষয়ক প্যানেল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরিনত বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার প্রকৃতি কেমন হবে সেই প্রসঙ্গে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং বিচার করে দেখতে হবে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মেয়েদের সুখী ও অর্থপূর্ন জীবনযাপনে কতটা সাহায্য করতে পারছে, সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী দুর্গাবাই দেশমুখকে সভানেত্রী করে এই কমিটি গঠন করা হয়, এই কমিটি প্রতিবেদন পেশ করে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে,

কমিটি নারীশিক্ষা সংক্রান্ত যে সকল সুপারিশ করে, সেগুলি হল —

(১) বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যায় সমতা আনার জন্য মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে,

(২) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষাকে একটি সমস্যা বলে গন্য করতে হবে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ কার্যনীতি গ্রহন করতে হবে।

(৩) খুব শীঘ্র কেন্দ্রে National Council for the Education of Girls and Women সংস্থা গঠন করতে হবে।

(৪) প্রতি রাজ্য নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য State Council গঠন করতে হবে,

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অভিভাবকদের চাহিদা অনুসারে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে শিক্ষিকা নেই, সেখানে স্কুল মাতা (School Mother) বা গুরুমা নিয়োগ করতে হবে।

(৭) মেয়েদের জন্য বহুমুখী পাঠক্রম নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করতে হবে,

(৮) প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ও ছাত্রীদের একই পাঠক্রম থাকবে, এই স্তরে মেয়েদের জন্য সূচিকার্য, শিল্প, অঙ্কন, হস্তশিল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে,

Scanned by CamScanner

(৯) গণিত, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাগ্রহণে মেয়েদের উৎসাহিত করতে হবে।

(১০) দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বই দিয়ে ও উপস্থিতির জন্য বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

জাতীয় নারী শিক্ষা পরিষদ :-
(National Council for Women's Education - 1959)

কমিটির সুপারিশের দ্বিতীয় ধারা অনুসারে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার শ্রীমতি দুর্গাবাই দেশমুখের নেতৃত্বে জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ গঠন করেন। আবার নারী শিক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরে একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হয়। রাজ্য সরকারগুলিতেও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিষদ স্থাপিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের পরামর্শানুসারে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute for Women Education) গঠিত হয়।

হংস মেহেতা কমিটি (১৯৬২) :—

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় নারী শিক্ষা পরিষদ মেয়েদের পাঠক্রম সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান ও তাদের পাঠক্রম রচনার জন্য শ্রীমতি হংস মেহেতার সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠন করেন।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ গুলি হল—

(১) প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ও ছাত্রীদের একই রকম পাঠক্রম থাকবে।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ও ছাত্র ও ছাত্রীদের পাঠক্রম একই হবে। তবে সামর্থ্যানুসারে, ছাত্র ও ছাত্রীরা বহুমুখী পাঠক্রম থেকে তাদের পছন্দমতো পাঠক্রম বেছে নিতে পারবে।

(৪) ছাত্রীদের জন্য কখনোই গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বা রান্না সংক্রান্ত শিক্ষা আবশ্যিক হবে না।

(৫) পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষাতেও মেয়েদের উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) শিক্ষকতা কর্মে শিক্ষিকারাই অগ্রাধিকার পাবেন।

(৭) ছেলে মেয়েদের সংখ্যাগত পার্থক্য দূর করতে হবে এবং তার জন্য মেয়েদের শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

Scanned by CamScanner

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন (১৯৯৩) :-

জাতীয় মহিলা কমিশনের অনুবর্তী রাজ্যস্তরের সংস্থা হল রাজ্য মহিলা কমিশন। ১৯৯০-এর National Women Commission Act-এ বলা হয়েছিল যে, জাতীয় স্তরের ন্যায় রাজ্যগুলোতে অনুবর্তী আইন প্রণয়ন করে জাতীয় মহিলা কমিশনের ন্যায় রাজ্য মহিলা কমিশন গঠন করা হবে। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ খ্রি. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইন সভায় একটি আইন পাশ হয় এবং এই আইন বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের প্রধান কাজগুলি হল—

(১) নারীর সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারগুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা করা।

(২) নারীর সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারগুলি রক্ষিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করা।

(৩) নারীর স্বার্থ ও অধিকার সংক্রান্ত আইনগুলির পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে আইনের সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা।

(৪) আর্ত, পীড়িত নারীদের দুর্দশা থেকে রক্ষা করা।

(৫) নারীর সুরক্ষা, স্বার্থ বা নারীর কল্যাণ সংক্রান্ত আইনের যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া বা সরকারি নির্দেশ কার্যকরী না হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা।

Scanned by CamScanner

জাতীয় নারী শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৮৮-২০০০):—
(The National Perspective Plan for Women's Edeecations NPP, 1988-2000)

ভারতীয় পার্লামেন্টের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের সহযোগীতায় এই পরিকল্পনাটি রচিত হয়, এই পরিকল্পনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় মেয়েদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ অসাম্য ও অনগ্রসরতার করুন চিত্র তুলে ধরা হয়, এই পরিকল্পনায় গৃহীত কর্মসূচীতে বিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মহিলাদের উন্নতির জন্য গ্রামের ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের ওপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে,

এই পরিকল্পনার সুপারিশ গুলি হল—

(১) গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র জনগনকে সচেতন করে তুলতে হবে।

(২) প্রয়োজনমতো আরও অতিরিক্ত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৩) বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যার বৈষম্য কমিয়ে সমতা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(৪) নারী শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখতে হবে।

(৫) তফসিলি জাতি ও উপজাতি অঞ্চলগুলির মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

(৬) গ্রামাঞ্চলে ও পিছিয়ে পড়া অন্যান্য অঞ্চলের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে মেয়েদের আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে,

Scanned by CamScanner

■ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬):-

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ড. ডি. এস. কোঠারিকে সভাপতি নিযুক্ত করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, এই কমিশন পূর্ববর্তী কমিটি ও কমিশন সমূহের সুপারিশ গুলিকে কার্যকর করার উপর গুরুত্ব দান করেন। কমিশন তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয় -

এক, শিক্ষা কর্মসূচিতে নারীশিক্ষার উপর অধিকগুরুত্ব আরোপ,
দুই, বিশেষ পরিকল্পনা রচনা ও তার বাস্তবায়ন ঘটানো এবং
তিন, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য বিশেষ সংস্থা গঠন,

কমিশনের সুপারিশ গুলি হল -

(১) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কতগুলি পরিকল্পনা নিতে হবে এবং এগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে,

(২) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অনুপাত ১:৪। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের চাহিদা বিবেচনা করে ওই অনুপাতকে বৃদ্ধি করে ১:৩ করতে হবে। এর জন্য মহিলাদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে,

(৩) পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রীদের বিদ্যালয় গমনের অনুপাত নিম্ন মাধ্যমিকে ২:১ ও উচ্চমাধ্যমিকে ৩:১-এ তুলে আনতে হবে,

(৪) নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে,

(৫) ছাত্রীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করতে হবে,

(৬) মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিদ্যা, নার্সিং শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয় পড়াবার ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে ও পাঠক্রমে উন্নত করতে হবে।

(৭) বিজ্ঞান, কারিগরি ও কলাবিভাগে ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

(৮) মেয়েদের ঐচ্ছিক বিষয় রূপে গৃহবিজ্ঞানের পাশা-পাশি এ বিষয়টির নির্বাচন বাধ্যতামূলক হবে না,

(৯) মেয়েরা যাতে সাংসারিক কাজকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে আংশিক বা পূর্ণ সময়ের জন্য কাজের সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned by CamScanner

হংসমেহতা কমিটি (১৯৬৩) ঃ-

গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার অনগ্রসরতা, অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহায়তার অভাব, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীনতা ইত্যাদির কারন অনুসন্ধানের জন্য জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ শ্রীহংসমেহতার সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠন করে।

নারী শিক্ষা উন্নয়নকল্পে কমিটির সুপারিশ গুলি হল—

(১) নারীশিক্ষার জন্য জনগনের সাহায্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে,

(২) বেসরকারি সাহায্যে নতুন বালিকা বিদ্যালয়, ছাত্রী-নিবাস ও শিক্ষিকাদের জন্য বাসগৃহ তৈরি করতে হবে।

(৩) শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হবার জন্য মেয়েদের উৎসাহিত করতে হবে ও চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে,

(৪) প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার প্রচলন করতে হবে,

(৫) ছাত্রীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা, বিনামূল্যে বইপত্র, পোশাক ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে

(৬) নারী শিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় কুসংস্কার ও রক্ষনশীলতা দূর করতে হবে।

(৭) জনবসতি অনুযায়ী প্রতি অঞ্চলে এক কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিন কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও পাঁচ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(৮) মেয়েদের শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক-

(৯) নারী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কনফারেন্স, সেমিনার, আলোচনা, শিক্ষা সহায়ক উপকরন সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে,

(১০) নারীশিক্ষার সমগ্র ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে,

Scanned by CamScanner

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮) (National Policy on Education)

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গও অন্যতম বিষয় ছিল। তবে নারী শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কমিটি বা কমিশনগুলি যে সুপারিশ করেছিল, তার চেয়ে স্বতন্ত্র কথা বিশেষ ছিল না, শিক্ষানীতিতে বলা হয় – নারী শিক্ষাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬):—

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশিত হয়, তৎকালীন নারী শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে কিছু নীতি ঘোষণা করা হয় জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ (NPE-1986)তে, পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নারীজাতির প্রতি সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গঠনের সুপারিশ করা হয়।

নারী শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলি হল—

(১) নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগানো হবে, অতীতের ত্রুটি দূর করে নারী জাতির কল্যাণে শিক্ষায় নর্মী উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা স্থিরীকৃত হবে।

(২) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারী শিক্ষার বাধাগুলি দূর করার জন্য সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

(৩) মেয়েরা যাতে বৃত্তিমূলক কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে গ্রহণ করে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৪) প্রতিটি রাজ্যে একটি করে নারীশিক্ষা সেল গঠন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

(৫) নারীদের নিরক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধা এবং সেই শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত তাদেরকে শিক্ষারত থাকার অসুবিধাগুলি দূর করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(৬) যতদূর সম্ভব শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনতে হবে।

(৭) মেয়েদের স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে ও তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

জাতীয় মহিলা কমিশন (১৯৯২)

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংসদ জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন করেন, এটি নারীর ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, এর মূলে উদ্দেশ্য ছিল নারীর অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষিত করা,

কমিশনের সুপারিশ গুলি হল —

(১) শিক্ষায় নারীর সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন,

(২) সারা দেশে লিঙ্গভেদ নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(৩) মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে,

(৪) বৃত্তি নির্ভর শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, মেয়েদের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে হবে।

(৫) সর্বজনীন নারী সাক্ষরতা অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহন করা দরকার।

জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রধান কাজগুলি হল-

(১) সারা দেশে মেয়েদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার গুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুপারিশ করা।

(২) ভারতীয় সংবিধানে ও আইনে মেয়েদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য যে সমস্ত রক্ষাকবচ আছে, সেগুলি কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা,

(৩) উপরোক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুসন্ধানের রিপোর্ট পেশ করা,

(৪) নারীর সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(৫) সারা দেশে নারীর অগ্রগতির বা উন্নয়নের মূল্যায়ন করা,

(৬) জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন সম্বন্ধে শিক্ষামূলক গবেষনার ব্যবস্থা করা ও এর উন্নতি ঘটানো,

(৭) সর্বোপরি সারাদেশে শিক্ষার সমস্ত স্তরে ও সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে লিঙ্গ সাম্য স্থাপিত হয়, তার জন্য নানা সুপারিশ করা,

Scanned by CamScanner

◻ নারী শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ-এর রিপোর্ট (২০০৫) :—

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে CABE পুনর্গঠিত হলে কমিটির প্রথম বৈঠকেই নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে হবে। কমিটি দুটি বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে

প্রথমত: নেতিবাচক দিক — যে এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর হয়নি,

দ্বিতীয়ত: ইতিবাচক দিক — শিক্ষাই একমাত্র উপায় যার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত বৈষম্য দূর করা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সমস্ত কমিটি ও কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে CABE কমিটির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সবচেয়ে বাস্তবমুখী ও বৈপ্লবিক। কমিটির মতে, ভারতীয় সংবিধানে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গনতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি বিচার করতে হবে।

নারী শিক্ষা বিষয়ক কমিশনের সুপারিশগুলি হল —

(১) নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে জন্মশাসন, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যয় হ্রাস, শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাস করা- প্রভৃতি কারনগুলি পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গিতে জুড়ে দেওয়ার যে প্রবনতা, তা বর্জন করতে হবে, কারন এর মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত হয় না,

(২) নারীশিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি আর প্রারম্ভিক স্তর (অষ্টম শ্রেনি) পর্যন্ত বিদ্যালয়ে টিকিয়ে রাখার প্রতি মনোযোগী হলে চলবে না, সমস্ত স্তরে সর্বপ্রকার শিক্ষায় শেষ পর্যন্ত নারীদের উৎসাহ দান ও সমান গুনগত মান রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে,

(৩) শিশুর প্রাথমিক যত্ন ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education, ECCE) সর্বত্র প্রচলিত করতে হবে, যা হবে উৎপাদনশীল ও ক্ষমতাযুক্ত জনগন সৃষ্টির প্রথম ধাপ,

(৪) নারীদের দাবি মেনে, সহজ প্রাথমিক অঙ্ক ও গার্হস্থ্য বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় নারীদের শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করার প্রবনতা বন্ধ করতে হবে। মেয়েলি বিষয়ে তকমা না দিয়ে, সমস্ত বিষয়ে উন্নত মানের শিক্ষা নারীদের প্রদান করতে হবে,

Scanned by CamScanner

(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা ও মহিলা কর্মী নিয়োগ করাতে হবে। তাদের স্বচ্ছন্দে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শৌচাগার তৈরি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৬) সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনের (86th Ammendment of Constitution) পাশাপাশি অপর একটি আইন পাশ করতে হবে, যাতে শিশুদের সভ্য সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষিত হয়, যেন তাদের ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও ECCE অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়।

(৭) নারীদের ও উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র উপায় নিয়মিত স্কুলে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এই বিষয়ে দারিদ্র, ভাই-বোনের দায়িত্ব, মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সকল প্রকার বাধাকে জয় করতে হবে।

(৮) ৬-১৪ বছর বয়স (প্রথম-অষ্টম শ্রেণি) পর্যন্ত সাধারণ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে সকলের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে বয়স নির্বিশেষে সকলেরই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

Scanned by CamScanner